শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "রপ্তানী বৃদ্ধিতে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সভাপতি, ডিসিসিআই এর স্বাগত বক্তব্য।

তারিখ ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪,
সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা,
স্থান ঃ ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম (৬ষ্ঠ তলা)।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

আজকের সেমিনারের সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি;

সম্মানিত বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;

সম্মানিত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ইঞ্জিনিয়ার এম. লিয়াকত আলী, সদস্য, বিএবি পরিচালনা পর্ষদ;

সম্মানিত নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ ঃ

- **জনাব মোঃ আবু আবদুল্লাহ, মহাপরিচালক, বিএবি; এবং**

- **জনাব আসিফ ইব্রাহীম, চেয়ারম্যান, বিল্ড ও প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই;**

ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ;

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;

ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ;

উপস্থিত সুধীবৃন্দ;

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল;

আমি শুরুতেই শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত **"রপ্তানী বৃদ্ধিতে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা"** শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে ঢাকা চেম্বার

অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সহ-আয়োজকবৃন্দের পক্ষ হতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি মনে করি বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষকরে রপ্তানী খাতের মানোন্নয়নে এ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে।

আজকের সেমিনারে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি**। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সেমিনারকে অলঙ্কৃত করায় তার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তার দিক্-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রপ্তানী বৃদ্ধিতে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকাকে আরো বেগবান করবে বলে আমি মনে করি।

আমাদের মাঝে সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন **শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ;** এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

আজকের সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করায় বিএবি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম. লিয়াকত আলী মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বিশ্বাস করি আজকের সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি রপ্তানী বৃদ্ধিতে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকাকে আরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আবদুল্লাহ; এবং BUILD (বিল্ড) এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকায় তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি তারা মূল প্রবন্ধের উপর গঠনমূলক আলোচনা করে আজকের সেমিনারকে সফল করতে সার্বিকভাবে সহায়তা করবেন।

সম্মানিত উপস্থিতি;

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে রপ্তানী তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রায় ষাট ভাগ বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং এটি ক্রমাগত বাড়ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি দেশই পণ্য, সেবা, নমুনা, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা জনশক্তির উপর কিছু কিছু ঐচ্ছিক এবং বাধ্যতামূলক টেকনিক্যাল রেগুলেশন, স্ট্যান্ডার্ডস, টেস্টিং, পরিদর্শন এবং সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করছে। **এ ব্যাপারে WTO এর Sanitary and Phyto-sanitary (SPS) এগ্রিমেন্ট এর আর্টিকেল-২ এ বলা হয়েছে যে, সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মানব সম্পদ, পশু-সম্পদ অথবা প্ল্যান্ট লাইফ এবং স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষণের জন্য তারা যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে যা এ চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রতিটি দেশের জন্য সুষম অর্থনীতি যেমন জরুরী, তেমনি প্রতিটি**

মানুষের সুস্বাস্থ্য ও জীবন-মানের সুষম উন্নয়নও জরুরী যার বাস্তবায়ন অনেকটাই নির্ভর করে পণ্যের আন্তর্জতিক গুনগত মানের সংরক্ষনের উপর।

সমগ্র বিশ্বে এখন অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো "কোয়ালিটি" আর এর নিশ্চয়তা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হচ্ছে এ্যাক্রেডিটেশন। এ্যাক্রেডিটেশন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (তৃতীয় পক্ষ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করে। এ্যাক্রেডিটেশন সামগ্রিক কর্মকান্ডের অনুসন্ধান যোগ্যতা নিশ্চিত করা, পদ্ধতি ও যন্ত্র সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান প্রদান করা, ম্যানেজমেন্টকে আরও সুশৃংখল এবং সক্ষম করা, পেশাদারীত্ব ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন, উন্নত কর্মপদ্ধতি প্রদান, দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং ভুলের মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস করতে সাহায্য করে। তাছাড়া, এর মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্তের সহজলভ্যতা, প্রতিকার ও প্রতিরোধ মূলক কর্মকান্ডের উন্নতির মাধ্যমে "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার'' উন্নয়ন সাধন এবং প্রতিষ্ঠানের কাজের গতিশীলতা ও ব্যবসায়িক প্রসার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

"এ্যাক্রেডিটেশন" বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মার্কেটিং হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টেন্ডারে এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ্যাক্রেডিটেশন, ল্যাবরেটরী ব্যবহারকারীর পণ্য ও সেবার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করার নিশ্চয়তা প্রদান করে। যার ফলে পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা, আন্তর্জাতিক মানের পণ্য ও সেবার সঙ্গে তুলনা, যেকোন ধরনের আপত্তির বিরুদ্ধে আইনগত ভিত্তি প্রদান, যোগ্য ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বহুলাংশে বর্ধিত গ্রাহকসেবা ও গ্রাহক তৃপ্তি, যথাযথ ও স্বীকৃত পদ্ধতির ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ মানের প্রতিষ্ঠা, পণ্য ও সেবার যথার্থতা নিরূপণের ভিত্তি প্রদান করা সম্ভব হয় ।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ;

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানী বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিগত অর্থবছর ২০১২-১৩-তে বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে রপ্তানী করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের জিডিপিতে রপ্তানির অবদান প্রায় ২০.২৪ শতাংশ, যা আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ২২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আর রপ্তানী খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশন অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে। এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা রপ্তানিকৃত দেশে পণ্যের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক পণ্য বিদেশে বিশেষ করে ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্যানিটারি এবং ফাইটোস্যানিটারি (SPS) এবং টেকনিক্যাল বেরিয়ার টু ট্রেড (TBT) এর সম্মুখীন হতে হয় যা রপ্তানী সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। **কাজেই বাংলাদেশী রপ্তানী পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হলে দেশে স্থাপিত টেস্টিং ল্যাবরেটরিগুলোর এ্যাক্রেডিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।**

আপনারা জানেন যে, এ্যাক্রেডিটেশন এর অভাবে এতদিন বাংলাদেশসহ উন্নয়শীল দেশগুলো বিশ্ব বাজারে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রাসরণ এবং এদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে এবং এসব অঞ্চলের রপ্তানি কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে। কাজেই উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতেও রপ্তানী বাণিজ্যে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা ভোগ করার জন্য এ্যাক্রেডিটেশন এর উদ্যোগ জোরদার করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) রপ্তানী বাণিজ্যের এ সকল প্রতিবন্ধকতা হ্রাস, উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে পন্যের এ্যাক্রেডিটেশন সনদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি, রপ্তানিযোগ্য খাদ্যপণ্য, ঔষধ, পোষাক এবং অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করে থাকে। এর মাধ্যমে বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হয় এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান স্বীকৃতি লাভ করে। **২০২১ সলের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা খুবই জরুরী। এ লক্ষ্য অর্জনে পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও পণ্যের গুণগতমান বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে টেস্টিং খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব হবে। এলক্ষ্যে বিএবি'কে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।**

উপস্থিত সুধীমন্ডলী;

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) শিল্পখাতে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ও ওজনের যথার্থতা নির্ধারণের জন্য দেশে স্থাপিত বিভিন্ন মান পরীক্ষাগার (টেস্টিং ল্যাবরেটরি) ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরির অনুকূলে মান নিশ্চয়তা সনদ প্রদানের পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ সক্ষমতার ফলে এখন থেকে এ দু'ধরণের ল্যাবরেটরিকে বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ করতে হবে না। এতে করে শিল্পোদ্যোক্তারা অল্প খরচে দ্রুত এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে Quality সার্টিফিকেট নিতে পারবেন। এ সফলতার জন্য আমি বিএবি'কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। **আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, বিএবি ইতোমধ্যে International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC) এর সহযোগী সদস্যপদ লাভ করেছে।** তাছাড়া, বিএবি এ পর্যন্ত মোট ৫টি টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে এবং প্রায় ২০টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আমরা আশা করি ২০১৫ সাল নাগাদ বিএবি APLAC এর Multilateral Recognition Arrangement (MRA) এর সদস্যপদ অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি;

শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, দেশে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। এ জন্য পণ্যের গুণগত মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। দেশীয় ল্যাবরেটরিগুলোর গুণগতমানের বিষয়ে দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন জরুরি। এই গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএবি'কে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বেসরকারী খাতের বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এ বিষয়ে সব সময় সহযোগিতা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। **প্রতি বছর ৯ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএবি ও ডিসিসিআই যৌথভাবে "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস" পালন করে আসছে। তাছাড়া, ঢাকা চেম্বারের নিজস্ব ভবনে স্থাপিত ডিসিসিআই বিজনেস ইনষ্টিটিউট (ডিবিআই) দীর্ঘদিন থেকে পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিবিআই এবং বিএবি-এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমঝোতা জোরদার করা যেতে পাওে, যাতে এ খাতে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করা সম্ভব হয়।**

আমার বক্তৃতা আর দীর্ঘায়িত করব না। পরিশেষে দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নয়নে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর সার্বিক সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।